নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি

কবির কল্পনার রহস্যময়ী নারী বনলতা সেন কি আজও বেঁচে আছে?

২৭ জুলাই ১৯৯৭ ইং তারিখে সাপ্তাহিক হিসাব পত্রিকায় ১ম প্রকাশ করা হয়েছিল। পুন:প্রকাশ করা হলো।

জাহিদুল হুদা ফরহাদ প্রকাশ: ২২ অক্টোবর ২০২৬ ৩ মিনিট পাঠ



নাটোরের বনলতা সেন বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য পরিচিত ব্যক্তি। ইতিহাস খ্যাত কিংবদন্তীর এই রহস্যময়ী নারী বনলতা সেন। যে সমগ্র দেশে এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশের বাঙ্গালী সমাজের মনে এনেছে কৌতুহল। রহস্যময়ী এই নারী বাংলার ইতিহাসে নাটোরকে পরিচিত করেছে অন্যভাবে। নাটোরের নাম এলেই সর্ব প্রথমে এসে যায়, সেই বনলতা সেনের নাম। বনলতা সেনকে ঘিরে অনেক কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার ইতিহাসে কবি জীবনানন্দ দাস সর্ব প্রথম তার মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপা বনলতা সেনকে নিয়ে অনেক কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস সর্ব প্রথম তার মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপা বনলতা সেনকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়। এরপর দেশের খ্যাতনামা শিল্পীগণ বনলতা সেনকে নিয়ে বিভিন্নভাবে গান বেঁধেছেন। অথচ বাস্তবে কে এই রহস্যময়ী নারী, যে নাটোরকে খ্যাতির চূড়ায় নিয়ে গেছে। তবে বনলতা সেন সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে অনেক ব্যাখ্যা প্রচলিত

থাকলেও বাস্তবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিংবদন্তীর রহস্যময়ী নারী বনলতা সেন। ফলে নাটোরের প্রবীন কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ বনলতা সেন সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রেখেছেন। এছাড়া ইতিহাস থেকে বনলতা সেন সম্পর্কে জানা গেছে, নাটোর মুঘল স্টেটের জমিদার তারা প্রসাদ ছিলেন একজন খ্যাতনামা সাহিত্যানুরাগী। জমিদার তারা প্রসাদের ম্যানেজার ভূবন সেনের বিধবা সুন্দরী বোনের নাম ছিলো বনলতা সেন। কবি জীবনানন্দ দাস এ সময় জমিদার শুকলের আমন্ত্রণে নাটোর এসে জমিদার তারা প্রসাদ বা ভূবন সেনের বাসায় নিমন্ত্রিত হলে বনলতা সেন সে সময় নাকি খাদ্যাদি পরিবেশন করেছিলো। সেখানে বনলতা সেনের সাথে কবি জীবনানন্দ দাসের সঙ্গে পরিচয় হয়। আবার বনলতা সেন সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, নাটোর রাজার আমন্ত্রণে জীবনানন্দ দাস নাটোরে এলে কবি সে সময় যে কজন সুন্দরী সুন্দরী রমনীকে রাজদরবারে দেখেছিলেন, তাদের মধ্যে একজনকে কবির খুব ভালো লেগেছিলো। আর ভালোলাগার সেই সুন্দরী রমনীর শত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তার নাম পরিবর্তন করে ছদ্ম নামে অর্থাৎ বনলতা সেন নামে একটি কবিতা লেখেন। সে রমনীর প্রকৃত নামে কবিতা লিখলে রাজবাড়ীর সুনাম ক্ষুন্ন হবার আশংকায় নাকি নামের পরিবর্তন করে বনলতা সেন নামে কবিতা লেখা হয়। অন্যদিকে নাটোর রাজবাড়ির সাবেক একজন পরিচারিকা এই তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। আবার নাটোরের প্রবীন ব্যক্তিরা জানান, কবি জীবনানন্দ দাস ট্রেনে করে দার্জিলিং যাবার পথে নাটোর রেল স্টেশন হতে সে ট্রেনে ভুবন সেন নামে এক ব্যক্তি এক অপরুপা সুন্দরী তন্বীকে নিয়ে ওঠে। সে সময় ঐ ট্রেনের মধ্যে সেই সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। এমনকি কবি তার সঙ্গে আলাপ করার মধ্য দিয়েই নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছান। অনেকের মতে, সেই সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়েই নাকি কবি 'বনলতা সেন' নামে কবিতাটি লেখেন। এছাড়া, জীবনানন্দ দাসের সমসাময়িক নাটোরের প্রবীন কবি হাসারউদ্দিন কবি রত্ন (১৯০৭) জানান, নাটোরের অপর একজন প্রবীন কবি গজেন্দ্র কর্মকার যিনি বর্তমানে পরলোকগত, সে সময় কবি জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কবি নাকি বলেছিলেন বনলতা সেন তার কবিতা জগতের কাল্পনিক মানসপ্রিয়া এবং জীবনানন্দ দাস ট্রেনে দার্জিলিং যাবার পথে কবিতা লেখার সময় তার কবিতায় হঠাৎ করে নাটোর শব্দটি ব্যবহার করার চিন্তা আসে। একথা কতটুকু সত্য, তার সত্যতা আজো জানা যায়নি। তবে বনলতা সেন সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী ও কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা হলেও নাটোরের প্রবীন কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ বনলতা সেনকে ভুবন সেনের বিধবা বোন হিসেবেই গণ্য করে থাকেন। কেননা, নাটোরের জমিদার তারা প্রসাদের ম্যানেজার ভূবন সেনের সুন্দরী বোনটি ছিলো বনলতা সেন। অন্যদিকে নাটোরের রাজ বংশের বড় তরফের রাজা মাধবচন্দ্রের বনলতা

ও হেমলতা নামে দুই কন্যা ছিল। পরে বনলতার সঙ্গে রাজা নীরদ কৃষ্ণ সিংহ'র বিয়ে হয়েছিলো বলে জানা গেছে। নাটোর ঐতিহাসিক ও প্রাচীন শহর হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে সে সময় নাটোরের খ্যাতি ছিলো বলেই কবি জীবনানন্দ দাস সহ বিভিন্ন কবির নাটোরে আগমন ঘটেছিলো। যার ফলে কবি জীবনানন্দ দাস তার মনের মাধুরী মিশিয়ে বনলতা সেনকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতায়। অথচ দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য অপরূপা সুন্দরী বনলতা সেন, নাটোরকে পরিচিত করেছে সমগ্র বাংলায় সেই বনলতা সেনের স্মৃতিকে ধরে রাখতে নাটোরে কিছুই করা হয়নি। অথচ কিংবদন্তীয় এই নারী মূর্তি নাটোরকে পরিচিত করে তুলেছে সাহিত্যের ভাষায়। তবে নাটোরের বনলতা উচ্চ বিদ্যালয় ও বনলতা সাংস্কৃতিক পরিষদ নামে যে দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তারা কিছুটা হলেও আমাদের কৃপনতার বদনাম থেকে রক্ষা করেছে। আগামী প্রজন্মের কাছে বনলত সেনের নাম কি হারিয়ে যাবে?